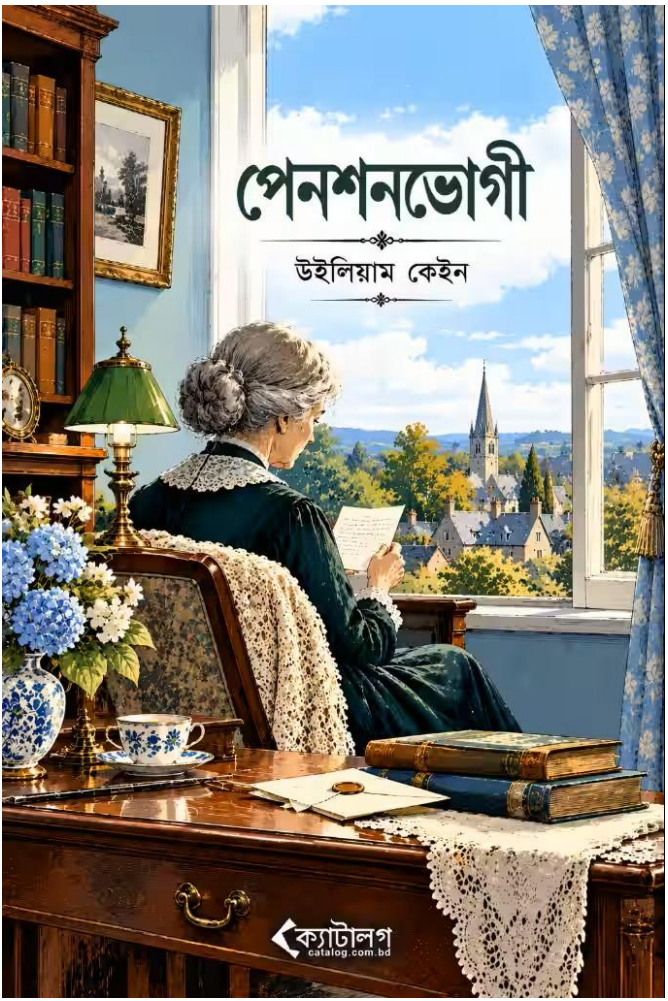
পেনশনভোগী
উইলিয়াম কেইন
ক্যাটালগ
catalog.com.bd

পেনশনভোগী

উইলিয়াম কেইন

ক্যাটালগ
catalog.com.bd

অনুবাদ ● এস হক
প্রচ্ছদ ● ক্যাটালগ
সহযোগিতায় ● আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স

www.catalog.com.bd
info@catalog.com.bd

কপিরাইট © Catalog.com.bd

ইংরেজি মূল রচনাটি পাবলিক ডোমেইনভুক্ত। এই সংস্করণের বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা ও বিন্যাস Catalog.com.bd –এর স্বতন্ত্র সৃজনশীল কাজ। Catalog.com.bd –এর অনুমতি ব্যতীত এই বাংলা অনুবাদ বা এর বিন্যাসকৃত সংস্করণের অনুলিপি পুনঃপ্রকাশ বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয়।

মিস ক্রু ১৮২১ সালে জন্মেছিলেন। মোটামুটি কিছু লেখাপড়া শিখে বিশ বছর বয়সে তিনি আট বছরের মার্থা বন্ডের গৃহশিক্ষিকা হন। পরবর্তী দশ বছর তিনি মার্থাকে পড়ান। মার্থা বড় হয়ে সমাজে মেলামেশা শুরু করলে মিস ক্রু অন্য একটি পরিবারের গৃহশিক্ষিকার কাজ নেন। মার্থার বিয়ে হয় মি. উইলিয়াম হার্পারের সঙ্গে। এক বছর পর তাদের ছেলে জন্মায়; নাম রাখা হয় এডওয়ার্ড। তখন ১৮৫৩ সাল।

এডওয়ার্ডের বয়স ছয় হলে মিস ক্রু আবার হার্পারদের বাড়িতে ফিরে এসে তার গৃহশিক্ষিকা হন। চার বছর পর ছেলেটি স্কুলে গেলে মিস ক্রু অন্যত্র চলে যান। তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ। আরও বারো বছর কেটে যায়। মিসেস হার্পার মারা যাওয়ার আগে স্বামীকে মিস ক্রুর দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যান। কারণ, মিস ক্রু তখন এমন এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত, যার জন্য আর গৃহশিক্ষিকার কাজ করা সম্ভব নয়।

স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন মি. হার্পার। তাই তিনি তাঁর আইনজীবীকে নির্দেশ দিলেন, মিস ক্রুকে বছরে দেড়শ পাউন্ড করে দিতে।

এককালীন অর্থ দিয়ে আজীবন ভাতা কিনে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন, কিন্তু মিস ক্রুকে এত অসুস্থ দেখাচ্ছিল যে তিনি মনে করেছিলেন, যেকোনো দিন মারা যেতে পারেন। তখন এডওয়ার্ডের বয়স বাইশ।

১৮৮৮ সালে মি. হার্পার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। গত তেরো বছর ধরে তিনি ভেবেছিলেন, মিস ক্রু বুঝি যেকোনো দিন মারা যাবেন; কিন্তু তা না হওয়ায় মৃত্যুর আগে ছেলেকে তাঁর দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। তিনি বলেছিলেন, "ওই বুড়ি ক্রুর দেখাশোনা করতে হবে, এডি। আগের মতো টাকা দেবে, কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, এখন আবার আজীবন ভাতার ব্যবস্থা করতে যেয়ো না। করলে দেখবে, এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার হাতে মারা পড়েছে!" এরপর বৃদ্ধ হার্পারও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

এডওয়ার্ড তখন পঁয়ত্রিশ, আর মিস ক্রু সাতষট্টি; খবর ছিল, তাঁর অবস্থা প্রায় সংকটজনক। এডওয়ার্ড বাবার কথা মেনে আজীবন ভাতার ব্যবস্থা করল না। প্রতি বছর দেড়শ পাউন্ড তাঁর ব্যাংক হিসাবে জমা হতে থাকল, তবে এবার তা

দিচ্ছিল এডওয়ার্ড নিজে, বাবার আইনজীবীরা নয়।

এডওয়ার্ড উত্তরাধিকারসূত্রে বেশ বড় সম্পত্তি পেয়েছিল, কিন্তু নিজের অর্থ সামলানোর বুদ্ধি তার ছিল না। প্রথমেই সে ঠিক করল, নিজের সব আর্থিক ব্যাপার নিজেই পরিচালনা করবে। আইনজীবীদের বলল, বন্ধক, রেলওয়ের শেয়ার ও অন্যান্য ভালো বিনিয়োগ বিক্রি করে সব নগদ টাকা তার হাতে দিতে। তারপর যে-ই বেশি সুদের প্রতিশ্রুতি দিত, তার কাছেই টাকা লাগাত। ফল হলো, বারো বছরের মধ্যে সে প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেল। বছরে তিন হাজার পাউন্ডের আয় নেমে এল মাত্র চারশ পাউন্ডে।

বোকা হলেও এডওয়ার্ড ছিল সৎ ও দায়িত্ববান। নিজের জন্য বছরে আড়াইশ পাউন্ডের মতো রেখে সে মিস ক্রুকে দেড়শ পাউন্ড দিতেই থাকল। অবশিষ্ট সামান্য মূলধন সে মেক্সিকোর একটি বিয়ার কারখানায় বিনিয়োগ করেছিল, যার ওপর তার অগাধ আস্থা। তবু বাড়তি কিছু উপার্জনের কথা ভাবতে হলো। তার একমাত্র দক্ষতা ছিল জলরঙে ছবি আঁকা—সেটাও বিশেষ

ভালো নয়। সে পরিচিত এক তরুণ শিল্পীর কাছে নিয়মিত শেখা শুরু করল। তখন এডওয়ার্ডের বয়স সাতচল্লিশ, মিস ক্রুর ঊনআশি; বছরটি ১৯০০।

অদ্ভুতভাবে, এডওয়ার্ডের আঁকা দ্রুত উন্নত হতে লাগল। ছবিগুলো ছোট হলেও দেখতে বেশ মনোরম। সে একটি ছবি রয়্যাল একাডেমিতে পাঠাল, সেটি গৃহীত হলো এবং সত্যিই দশ পাউন্ডে বিক্রি হলো। এডওয়ার্ড এখন শিল্পী! শিগগিরই বছরে ত্রিশ-চল্লিশ পাউন্ড, পরে একশ, তারপর দুইশ পাউন্ড উপার্জন করতে লাগল। ঠিক তখনই মেক্সিকোর বিয়ার কারখানাটি ধ্বংস হয়ে গেল—জেনারেল মালেফিকো নিছক খেয়ালের বশে সেটি পুড়িয়ে দিয়েছিল।

ঘটনাটি ১৯১৪ সালের বসন্তে। এডওয়ার্ডের বয়স একষট্টি, মিস ক্রুর তিরানব্বই। মিস ক্রুকে টাকা দেওয়ার পর এডওয়ার্ডের নিজের জন্য বছরে পঞ্চাশ পাউন্ডের মতো থাকতে পারে—যদি ছবির বিক্রি কমে না যায়। অবিবাহিত একজন মানুষ কোনোমতে এত টাকায় চলতে পারে। কিন্তু এরপর শুরু হলো মহাযুদ্ধ।

১৯১৪ সালের শরৎকালে যেন বৃদ্ধদের রাজত্ব শুরু হলো। ব্রিটেনের তরুণ ও কর্মক্ষম পুরুষেরা যুদ্ধে চলে যাওয়ায় কৃষিকাজ থেকে অফিস—সবখানে বয়স্কদের কাজে লাগানো হলো। চল্লিশ বছর বয়সে কাউকে আর অতিবৃদ্ধ বলা হতো না; আশি বছরের লোকও বেতনের কাজ পেতেন। কিন্তু এডওয়ার্ড শুধু মাঝারি মানের জলরঙের ছবি আঁকতে পারত। যুদ্ধের কারণে তার ছবির বাজার বন্ধ হয়ে গেল। দেশপ্রেমিক মানুষ যুদ্ধঋণে পাঁচ শতাংশ সুদ পাওয়ার জন্য খরচ কমাচ্ছিল; বিয়ের উপহার হিসেবে সস্তা জলরঙের ছবি কেনার দিন শেষ। কেবল নামী শিল্পীদের ছবিই বিক্রি হচ্ছিল।

এডওয়ার্ডের সামনে এবার অনাহারের আশঙ্কা—শুধু তার নিজের নয়, মিস ক্রুরও। সে মিস ক্রুকে ভীষণ অপছন্দ করত, কিন্তু তাঁর ভরণপোষণের দায় নিয়েছে বলে তা পালন করতেই হবে, নিজের জন্য খাবার না জুটলেও।

বাদামি কাগজে নিজের কয়েকটি ছবি মুড়ে সে পাইকারি স্টেশনারি ব্যবসায়ীদের কাছে কাজ

চাইতে গেল। বড়দিনের কার্ড, ক্যালেন্ডার ইত্যাদির নকশা আঁকার প্রস্তাব দিল।

দুর্দশা তার বুদ্ধি কিছুটা শাণিত করেছিল। স্টেশনারি ব্যবসায়ীরাও সাদা চুলের লোককে আর দরজা থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল না। বহুবার ছবি খুলে দেখানোর পর অবশেষে এডওয়ার্ড কাজ পেল। কাজটি ছিল খণ্ডভিত্তিক; বাড়িতে বসে করতে হবে। দিনরাত খাটলে সপ্তাহে চার পাউন্ড পর্যন্ত আয় সম্ভব। সে প্রাণপণে কাজ করল। প্রতি সোমবার তার জমা দেওয়া নকশা দেখে মালিকেরা সন্তুষ্ট হতেন। মজুরি বাড়ালেন না, তবে আরও কাজ করতে উৎসাহ দিলেন এবং তার প্রায় সব নকশাই কিনে নিলেন। এডওয়ার্ডের ভাগ্য অন্তত এইটুকু ভালো ছিল।

যুদ্ধের প্রথম বছর সে পশুর মতো জীবন কাটাল, দাসের মতো খাটল; তবু নিজের ন্যূনতম খরচ চালিয়ে মিস ক্রুকে দেড়শ পাউন্ড দিতে পারল। দ্বিতীয় বছরও একইভাবে কাটল। যুদ্ধের চতুর্থ বছরেও সে বেঁচে ছিল এবং মিস ক্রুর জন্য নির্ধারিত টাকা সময়মতো পাঠাচ্ছিল।

কিন্তু মিস ক্রুর কাছে দেড়শ পাউন্ড আর আগের মতো মূল্যবান ছিল না। চারদিকে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছিল। তিনি এডওয়ার্ডকে চিঠি লিখে ভাতা বাড়ানোর অনুরোধ করলেন।

চিঠিতে এডওয়ার্ডের মৃত মা-বাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, পুরোনো স্কুলঘরে একসঙ্গে কাটানো সুখের সময়ের কথা লিখলেন এবং স্নেহময়ী ভঙ্গিতে স্বাক্ষর করলেন।

এডওয়ার্ডও নিজের প্রতিষ্ঠানের কাছে বেতন বাড়ানোর আবেদন করল। সে জানাল, সবকিছুর দাম বাড়ছে। সস্তায় ভালো কাজ পাওয়ার মূল্য যারা বোঝে, সেই স্টেশনারি প্রতিষ্ঠান তার আবেদন মঞ্জুর করল। এখন এডওয়ার্ড সপ্তাহে পাঁচ পাউন্ড উপার্জন করতে পারবে। সে মিস ক্রুর ভাতা আরও পঞ্চাশ পাউন্ড বাড়িয়ে দিল। কাগজ ও রঙের দামও আকাশছোঁয়া হওয়ায় তাকে আগের চেয়েও বেশি খাটতে হলো।

ঘুমাতে পারত না, কারণ ঘুমের সময় নেই; ঠিকমতো খেতেও পারত না, কারণ খাবার কেনার সামর্থ্য ছিল না। তার বয়স তখন চৌষট্টি, আর মিস ক্রু সাতানব্বইয়ের দিকে এগোচ্ছেন।

অনেক দিন ধরেই এডওয়ার্ড অসুস্থ বোধ করছিল।

যুদ্ধবিরতি দিবসে সে এক ঘণ্টার জন্য কাজ বন্ধ রেখে রাস্তায় বেরিয়ে মানুষের আনন্দে যোগ দিল। এতে তার ভীষণ ঠান্ডা লাগল। পরদিন বিছানায় কম্বলের নিচে বিশ্রাম নেওয়ার বদলে—তার বিছানায় চাদরও ছিল না—সম্পন্ন করা কয়েকটি নকশা নিয়ে শহরের ব্যবসায়ীদের কাছে গেল। সেদিন রাতে তার জ্বর এল, পরের রাতে প্রলাপ বকতে লাগল, আর তৃতীয় রাতে সে মারা গেল।

মৃত্যুর দুদিন আগে সে মিস ক্রুর তিন মাসের ভাতা—পঞ্চাশ পাউন্ড—মানি অর্ডারে পাঠিয়ে গিয়েছিল। পোস্ট অফিসের সঞ্চয়ী হিসাবে তার অবশিষ্ট ছিল ঠিক চার শিলিং দুই পেনি। ফলে তার দাফনের খরচ বহন করল স্থানীয় দরিদ্র-সহায়তা কর্তৃপক্ষ।

মিস ক্রু টাকা পেয়ে খুব খুশি হলেন। অভ্যাসমতো তিনি এডওয়ার্ডকে কৃতজ্ঞতা ও স্নেহে ভরা চিঠি লিখলেন। শেষে পাদটীকায় জানালেন, পরের তিন মাসে যদি সে তার উদার

হৃদয় থেকে আরও সামান্য কিছু দিতে পারে, তবে তাঁর খুব উপকার হবে—কারণ দিন দিন তাঁর পক্ষে চলা কঠিন হয়ে উঠছে।

চিঠিটি পৌঁছানোর সময় এডওয়ার্ড আর বেঁচে নেই। মিস ক্রু মানি অর্ডারটি ব্যাংকে পাঠিয়ে নিজের আমানত হিসাবে জমা করতে বললেন। ব্যাংককে মনে করিয়ে দিলেন, এই টাকা জমা হলে তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ ঠিক দুই হাজার পাউন্ডে দাঁড়াবে।